দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1.8 JAN 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ছাত্ররা নানা সমস্যার ভারে পীড়িত

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন পাশা

কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ভর্তি হতে হয়। দেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য উন্মুখ। কিন্তু তাদের তীব্র প্রতিযোগিতায় ভর্তি হয়েও সম্মুখীন হতে হয় বিভিন্ন সমস্যার। এ সকল সমস্যার মুখে অন্ততঃ পাঁচ বছর টিকে থাকতে পারলে কৃষিতে উচ্চ শিক্ষিত কৃষিবিদ হওয়ার কথা চিন্তা করা যায়। এমন একটি সময় ছিল, যখন ছাত্ররা এসএসসি পাস করার পর কর্তৃপক্ষ বাড়ীতে গাড়ী পাঠিয়ে ছেলেকে ভর্তির জন্য দিয়ে আসতেন। প্রতি মাসে ৬০ টাকা করে বৃত্তি দেয়া হত। যা দিয়ে একজন ছাত্র আনুষঙ্গিক প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়ীতে টাকা পাঠাতে পারতো। অবশ্য সেদিন এখন নেই। এটা ২০/২৫ বছর আগের কথা। এর মধ্যে পৃথিবীতে এসেছে নানা পরিবর্তন। লোকসংখ্যা বেড়েছে অনেক। কৃষি পণ্য অধিকহারে উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। স্বল্প পরিসরে অল্প সময়ে অধিক ফলানোর তাগিদ পড়েছে। কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। ময়মনসিংহস্থ তৎকালীন ভেটেরনারী কলেজটিকে ১৯৬১ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। শুরু হয় কৃষি বিজ্ঞানী তৈরীর পালা।

পৃথিবীর সকল প্রাণীই উদ্ভিদ নির্ভরশীল। মানুষ খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে থাকে। আমরা খাদ্যের জন্য গাছ, মাছ, আর গবাদি-পশু ও পাখীর উপর নির্ভরশীল। বৃহত্তর অর্থে এগুলোকেই কৃষি বুঝায়। আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানকে অনেকভাবে ভাগ করা যায়। এ সবের সমন্বয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে ৬টি অনুষদ। প্রথমেই আমরা কৃষি অনুষদের কথা আলোচনা করতে পারি। এ অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীরা গাছের উপর অধ্যয়ন করে। মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্ররা মাছের উপর পড়াশুনা করে থাকে। গৃহপালিত পশু-পাখীর উপরে শিক্ষাদানের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে দু'টো অনুষদ। এর একটি পশু পালন অনুষদ। এটি পশু পালন ও উৎপাদন নিয়ে পর্যালোচনা করে। অপরটি পশু চিকিৎসা অনুষদ। এটি পশু-পাখীর রোগ নিয়ে পর্যালোচনা, চিকিৎসা ও প্রতিকারের বিষয়ে জ্ঞান দান করে। কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের জন্য রয়েছে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ। এ অনুষদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করছে।

এ ছাড়াও কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ, কৃষি পরিসংখ্যান বের করনের জন্য আর একটি অনুষদ রয়েছে। এটাকে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। এ সব মিলিয়ে ছ'টি অনুষদে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রায় চারশ'। কৃষি শিক্ষার এ সম্প্রসারণ দেশের জন্য গৌরবের বিষয় এবং কৃষির জন্য বয়ে এনেছে আশীর্বাদ। কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অনন্য সম্পদ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দেশের গৌরব। এদের ভাল থাকা না থাকার উপর নির্ভর করছে দেশের কৃষি শিক্ষা ও কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি সংযোজন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা কৃষিবিদগণ আজ দেশের সেবায় নিয়োজিত। কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে তাদের অবদান অপরিসীম। কৃষি বিপ্লব ও অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান একমাত্র তাদের মাধ্যমেই সম্ভব। যে জমিতে পাঁচ মণ ধান হত, সেই জমিতে তারাই ৫০ মণ ধান উৎপাদন করেছে। কিন্তু সঙ্গত কারণেই বলতে হচ্ছে যে, কৃষি শিক্ষার জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযথ পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে নেই। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। শিক্ষকদেরও বিভিন্ন সমস্যা আছে তবে আজ ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক, ডাইনিং, ক্যান্টিন ইত্যাদি ব্যবস্থা নিয়ে লিখবো। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক সমস্যা তেমন প্রকট নয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের একটি হলসহ ৮টি হল রয়েছে। শতকরা ৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আবাসিক। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং ব্যবস্থা সমস্যাবহুল। বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং হলে ভর্তুকি দেয়া হলেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং হলগুলোতে কোন প্রকার ভর্তুকি প্রদান করা হয় না। বিভিন্ন সময়ে ছাত্ররা এ সমস্যা তুলে কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ, মিছিল করেছে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিনগুলোতে কোন প্রকার ভর্তুকি না দেয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের যাচ্ছেতাই খাদ্য অতি চড়া মূল্যে কিনে খেতে হচ্ছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে বৃত্তি দেয়া হয় তা অতি নগণ্য। এতে পর্যাপ্ত হয় না। বৃত্তি বাড়ানোর জন্যও দাবী বহু দিনের।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং হলগুলোর খবর নিয়ে জানা গেছে যে, প্রতি দু' মিলে অন্ততঃ ১১/১২ টাকার কম খাওয়া যাচ্ছে না। কোন কোন হলে আরও বেশী। বাংলাদেশের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রিত মেসে এত অধিক মূল্য প্রদান করা হয় না বলে জানা যায়। এত অধিক মূল্য দিয়েও হলগুলোতে নিম্নমানের খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। হলের খাদ্য খেয়ে কৃষি বিজ্ঞানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পড়াশুনা কোন মতেই সম্ভব নয় বলে বিভিন্ন হলের বোর্ডারগণ জানিয়েছেন। একজন ছাত্রকে প্রতিদিন দু'মিল খেতে মাসে দিতে হয় ৩৩০ থেকে ৩৬০ টাকা। এরপরেও সকালের নাস্তা ও বিকেলের টিফিনে মাসে লেগে যায় প্রায় ৩শ' টাকা। খাওয়ার জন্যই একজনকে ব্যয় করতে হচ্ছে মাসে ৭/৮শ' টাকা। অন্যান খরচ ধরলে একজন ছাত্রের মাসিক খরচ দাঁড়ায় প্রায় হাজার বারশ' টাকা। ছাত্রীদের খাওয়া খরচ কিছুটা কম। সুলভে না রাঁধিয়া হলে কিছুটা ভর্তুকি দেয়া হয়। অবশ্য তাও নামমাত্র। এ হলের ছাত্রীরা প্রতিদিন দু'মিলে খেতে মাসিক ১৫০ টাকা দেয় বলে জনৈক ছাত্রী জানিয়েছেন, 'মাছ-মাংসের টুকরো কি কলেবরের প্রশ্ন করা হলে জনৈক ছাত্রী বলেন, "এত বড় যে খালি চোখে দেখাই যায় না"। একজন ছাত্রী ডাইনিং হলের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওর কথা আর বলবেন না, ডাইনিং হলের কথা মনে এলেই কান্না পায়। ইচ্ছে করে না ওখানে গিয়ে খাই।" 'অনেকের মনে জিজ্ঞাসা ঃ ডাইনিং হলের এ করুণ দশা দূর হবে কবে?

হল ক্যান্টিনসমূহের অবস্থাও একই রকম। অতি নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী অতি উচ্চ মূল্য প্রদান করে কিনে খেতে হচ্ছে। এদিকে সংশ্লিষ্টরা উদাসীন। এ সব কারণে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিনগুলোরর খাদ্যের মান দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে এবং খাদ্য সামগ্রীর মূল্যও প্রতিনিয়ত উর্ধ্বগামী হয়ে চলেছে।

বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি হলেই চলছে 'মিনি মেস।' কয়েকজনে মিলে রুমে পাক করে খায়। একজন বয় পাক করে দেয়। অথবা নিজেরাই পাক করে,ফলে অধিকাংশ রুমই মিনি ডাইনিং হল হতে চলেছে। হিটারের সাহায্যে পাক করার ফলে যে কোন সময় যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তা ছাড়া হিটার ব্যবহারের ফলে কর্তৃপক্ষকে প্রচুর বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হয়। ইতিমধ্যেই এক কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকীর কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশ জারি হয়েছে। মিনি মেসে পাক করা নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে ছাত্রীদের লেখাপড়ারও দারুণ ব্যাঘাত ঘটছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাইনিং হল ছাড়াও খাওয়ার জন্য ক্যাম্পাসে কয়েকটি রেস্টুরেন্ট ও টিএসসি কার্যালয় রয়েছে। এর কোনটিরই খাদ্যমান তেমন উন্নত নয়। টিএসসি'র খাদ্যমান দিন দিন নিচে ধাবিত হচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও টিএসসি কর্তৃপক্ষ এখন তেমন দৃষ্টি দিচ্ছেন না। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের রেস্টুরেন্টগুলোর কথা মনে হলে গা ঘিন ঘিন করে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হোটেলই অস্বাস্থ্যকর। কিছু দিন পূর্বে হলগুলোতে দারুণভাবে জণ্ডিসের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এ ছাড়া হোটেলগুলো যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনি খাদ্যবস্তুর গলাকাটা দাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে রেস্টুরেন্ট রাখার প্রয়োজন আছে। তবে তা অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহেরও বিভিন্ন সমস্যা বিরাজমান। হল প্রশাসন হলের সমস্যা দূরীকরণার্থে তেমন তৎপর না বলে ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। প্রায় হলেই সব সময় পানি থাকে না। খাবার পানির অভাব খুবই বেশী। নিম্নমান পানির ট্যাঙ্কিটি নির্মাণ ত্রুটির জন্য খোলা সম্ভব হচ্ছে না। টয়লেটের অবস্থা প্রতি হলেই খুব খারাপ। কোন কোন হলের বাথরুম, বেসিন, প্রস্রাবখানা অনিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা হয় বলে ছাত্ররা জানিয়েছে। হল এলাকা অপরিচ্ছন্ন থাকার ফলে রাতে অসম্ভব রকমের মশার উপদ্রব হয়। হলগুলোতে বাল্ব সরবরাহও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। রাস্তা-ঘাট অধিকাংশ সময় অন্ধকারে ডুবে থাকে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সব সমস্যা দূর করে পড়াশুনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন।